যুগান্তর

তারিখ ... 03 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের সম্মেলন

সমস্যাগুলোর সমাধানে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন

শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রথম অধ্যক্ষ সম্মেলন। সারা দেশের ৩২৯টি সরকারি কলেজের প্রধানরা শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেছেন তাদের ১৯টি সমস্যার কথা। সন্দেহ নেই, মোটা দাগে উল্লিখিত এসব সমস্যার বাইরেও আরও অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত তারা। শিক্ষা নিয়ে এই আয়োজন প্রশংসা করার মতো তাতে সন্দেহ নেই। এ উদ্যোগ সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হবে যদি শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সম্মেলনে উঠে আসা সমস্যাগুলোর সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করেন।

সম্মেলনে আসা অধ্যক্ষ মহোদয়েরা মোটা দাগে যেসব সমস্যার কথা বলেছেন তাতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তারা জানিয়েছেন— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের পদ না থাকা, শিক্ষকদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের অভাব, ক্লাসরুমসহ অবকাঠামো সংকট, হোস্টেল সংকট, পরীক্ষার হল না থাকা, কলেজে প্রাইভেট থেকে খণ্ডকালীন কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংস্থান করতে গিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি ছাড়াও এমনসব বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে একজন শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হয়নি। যেমন, আইসিটি শিক্ষক নেই। বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষকরা বিষয়টি পড়াচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে তারা বলেছেন, সমস্যাগুলোর সমাধান করা না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না। কলেজ থেকে যেসব শিক্ষার্থী পাস করে বের হবে তারা বেশিরভাগই হবে 'সার্টিফিকেট সর্বস্ব'।

সরকারি কলেজের প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীও তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। শিক্ষকদের ঢাকামুখী প্রবণতার সমালোচনা করেন তিনি। গ্রাম ও শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষক-ব্যবধান তুলে ধরেন মাউশির একজন পরিচালক। তিনি বলেন, ৩২৯টি কলেজ ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১২ জন অধ্যক্ষ শিক্ষক সংকটের কথা জানিয়েছেন। অথচ ঢাকা কলেজে ২০০ পদের বিপরীতে কর্মরত আছে ২২৪ জন, তিতুমীর কলেজে ১১৭ পদের বিপরীতে আছে ১৯৮ জন আর সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ২৩ পদের বিপরীতে আছে ৪৮ জন। ঠিক এর বিপরীত চিত্র মফস্বলের শহরগুলোতে। শিক্ষামন্ত্রী সে উদাহরণ তুলে ধরেছেন, মফস্বলের একটি কলেজে ৩৮টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ৬ জন শিক্ষক। শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'ঢাকার বাইরের ছেলেমেয়েরা কি পড়বে না?' বলাবাহুল্য, দেশের শিক্ষার অবস্থা চালকবিহীন জলযানের মতো হয়ে পড়েছে। অতি দ্রুত এসব শূন্যপদ পূরণ করে শিক্ষাকে তলিয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এটাই কাম্য।